BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (2nd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : DU'EID

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ

অধ্যায় ঃ দু' ঈদ

٦٠٢. بَابُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيْهِ

৬০২. অনুচ্ছেদ ঃ দু' ঈদ ও এতে সুন্দর পোষাক পরা।

٩٠١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوْقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَىٰ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْتَعْ هٰذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوُفُوْدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَىٰ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبِيْعُهَا أَوْ تُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ .

৯০১ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাজারে বিক্রি হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুব্বা নিয়ে উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এটি কিনে নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সংগে সাক্ষাতকালে এটি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ এটি তো তার পোষাক, যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। এ ঘটনার পর উমর (রা.) আল্লাহ্র যত দিন ইচ্ছা ততদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন, উমার (রা.) তা গ্রহণ করেন এবং সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো বলেছিলেন, এটা তার পোষাক যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। অথচ আপনি এ জুব্বা আমার নিকট পাঠিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি এটি বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে তোমার প্রয়োজন মিটাও।

banglainternet.com

٦٠٣. بَابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيْدِ

৬০৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা।

٩٠٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَاِمَّا سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُوْلُ دُوْنَكُمْ يَا بَنِيْ اَرْفِدَةَ حَتّٰى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِيْ .

৯০২ আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার কাছে এলেন তখন আমার নিকট দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবূ বকর (রা.) এলেন, তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র[১] (দফ্) বাজান হচ্ছে নবী ﷺ-এর কাছে! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। তারপর তিনি যখন অন্য দিকে ফিরলেন তখন আমি তাদের ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বের হয়ে গেল। আর ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করত। আমি নিজে (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আরয করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করতে ছিলে তা করতে থাক, হে বণূ আরফিদা। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি দেখা শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও।

٦٠٤. بَابُ سُنَّةِ الْعِيْدَيْنِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ

৬০৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিমগণের জন্য উভয় ঈদের রীতিনীতি।

٩٠٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ ، فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَاُ مِنْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا .

banglainternet.com

১. দফ্ এক প্রকার ঢোল যার একদিক উন্মুক্ত।

৯০৩ হাজ্জাজ (ইব্ন মিন্হাল) (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমাদের আজকের এ দিনে আমরা যে কাজ প্রথম শুরু করব, তা হল সালাত আদায় করা। এরপর ফিরে আসব এবং কুরবানী করব। তাই যে এরূপ করে সে আমাদের রীতিনীতি সঠিকভাবে পালন করল।

٩٠٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الْاَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِىْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا .

৯০৪ উবাইদ ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন আমার ঘরে) আবূ বকর (রা.) এলেন তখন আমার নিকট আনসার দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধের দিন আনসারীগণ পরস্পর যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বলেন, তারা কোন পেশাগত গায়িকা ছিল না। আবূ বক্র (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র। আর এটি ছিল ঈদের দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ বক্র! প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ উৎসব রয়েছে আর এ হলো আমাদের আনন্দ।

٦٠٥. بَابُ الْاَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ

৬০৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিত্রের দিন বের হওয়ার আগে আহার করা।

٩٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجًّا بْنُ رِجَاءٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَيَاْكُلُهُنَّ وِتْرًا .

৯০৫ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্রের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অপর এক রিওয়ায়াতে আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা বেজোড় সংখ্যক খেতেন।

٦٠٦. بَابُ الْاَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

৬০৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন আহার করা।

banglainternet.com

٩٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ

الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ فَكَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ اَدْرِيْ اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ اَمْ لاَ.

৯০৬ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের আগে যে যবেহ্ করবে তাকে আবার যবেহ্ (কুরবানী) করতে হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আজকের এদিন গোশত খাওয়ার আকাংখা করা হয়। সে তার প্রতিবেশীদের অবস্থা উল্লেখ করল। তখন নবী করীম ﷺ যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। সে বলল, আমার নিকট এখন ছয় মাসের এমন একটি মেষ শাবক আছে, যা আমার কাছে দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বক্‌রীর চাইতেও বেশী পসন্দনীয়। নবী করীম ﷺ তাকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি দিলেন। অবশ্য আমি জানি না, এ অনুমতি তাকে ছাড়া অন্যদের জন্যও কি না ?

٩٠٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْاَضْحٰى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَنُسُكَ لَهُ فَقَالَ اَبُوْبُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنِّيْ نَسَكْتُ شَاتِيْ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَاَحْبَبْتُ اَنْ تَكُوْنَ شَاتِيْ اَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِيْ بَيْتِيْ فَذَبَحْتُ شَاتِيْ وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ اَنْ اَتِيَ الصَّلاَةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ اَفَتَجْزِيْ عَنِّيْ قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯০৭ উসমান (র.).....বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল আযহার দিন সালাতের পর আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দান করেন। খুত্‌বায় তিনি বলেন ঃ যে আমাদের মত সালাত আদায় করল এবং আমাদের মত কুরবানী করল, সে কুরবানীর রীতিনীতি যথাযথ পালন করল। আর যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করল তা সালাতের আগে হয়ে গেল, কিন্তু এতে তার কুরবানী হবে না। বারাআ-এর মামা আবূ বুরদাহ্ ইব্‌ন নিয়ার (রা.) তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জানামতে আজকের দিনটি পানাহারের দিন। তাই আমি পসন্দ করলাম যে, আমার ঘরে সর্বপ্রথম যবেহ্ করা হোক আমার বক্‌রীই। তাই আমি আমার বক্‌রীটি যবেহ্ করেছি এবং সালাতে আসার পূর্বে তা দিয়ে নাশ্‌তাও করেছি। নবী করীম ﷺ বললেনঃ তোমার বক্‌রীটি গোশ্‌তের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করা হয়েছে। তখন তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কাছে এমন একটি ছয় মাসের মেষ শাবক আছে যা আমার কাছে দু'টি বকরীর চাইতেও পসন্দনীয়। এটি (কুরবানী দিলে) কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

banglainternet.com

٦٧. بَابُ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلّٰى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

৬০৭. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বর না নিয়ে ঈদগাহে গমন।

٩٠٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَاُ بِهِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ فَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْيَاْمُرَ بِشَىْءٍ اَمَرَبِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فِىْ اَضْحًى اَوْفِطْرٍ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمُصَلّٰى اِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ فَاِذَا مَرْوَانُ يُرِيْدُ اَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِىْ فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ ، فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللّٰهِ ، فَقَالَ اَبَا سَعِيْدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا اَعْلَمُ وَاللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا اَعْلَمُ ، فَقَالَ اَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوا يَجْلِسُوْنَ لَنَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ .

৯০৮ সায়ীদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.).....আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গমন করে সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হল সালাত। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারি করতেন। তারপর তিনি ফিরে যেতেন। আবূ সায়ীদ (রা.) বলেন, লোকেরা বরাবর এ নিয়মই অনুসরণ করে আসছিল। অবশেষে যখন মারওয়ান মদীনার আমীর হলেন, তখন ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিত্‌রের উদ্দেশ্যে আমি তাঁর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন ঈদগাহে পৌঁছলাম তখন সেখানে একটি মিম্বর দেখতে পেলাম, সেটি কাসীর ইব্ন সাল্‌ত (রা.) তৈরী করেছিলেন। মারওয়ান সালাত আদায়ের আগেই এর উপর আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। আমি তাঁর কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি কাপড় ছাড়িয়ে খুত্‌বা দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা (রাসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করে ফেলেছ। সে বলল, হে আবূ সায়ীদ ! তোমরা যা জানতে, তা গত হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যা জানি, তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বলল, লোকজন সালাতের পর আমাদের জন্য বসে থাকে না, তাই আমি খুত্‌বা সালাতের আগেই দিয়েছি।

banglainternet.com

٦٠٨. بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوْبِ إِلَى الْعِيْدِ وَالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

৬০৮. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারীতে আরোহণ করে ঈদের জামা'আতে যাওয়া এবং আযান ও ইকামত ছাড়া খুত্‌বার পূর্বে সালাত আদায় করা।

٩٠٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ فِي الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ .

৯০৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌যির (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌রের দিন সালাত আদায় করতেন। আর সালাত শেষে খুত্‌বা দিতেন।

٩١٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُوْيِعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ . وَأَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْأَضْحٰى وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ . فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِيْ فِيْهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرٰى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِيْنَ يَفْرُغُ قَالَ إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوْا .

৯১০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্‌রের দিন বের হতেন। এরপর খুত্‌বার আগে সালাত শুরু করেন। রাবী বলেন, আমাকে আতা (র.) বলেছেন যে, ইব্‌ন যুবায়র (রা.) এর বায়'আত গ্রহণের প্রথম দিকে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এ বলে লোক পাঠালেন যে, ঈদুল ফিত্‌রের সালাতে আযান দেওয়া হত না এবং খুত্‌বা দেওয়া হতো সালাতের পরে। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে প্রথমে সালাত আদায় করলেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দিলেন। যখন নবী ﷺ খুত্‌বা শেষ করলেন, তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে মহিলাগণের (কাতারে) কাছে আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল (রা.)-এর হাতে ভর করেছিলেন এবং বিলাল (রা.) তাঁর কপড় জড়িয়ে ধরলে, মহিলাগণ এতে সাদাকার বস্তু দিতে লাগলেন। আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এখনো যরুরী মনে করেন যে, ইমাম খুত্‌বা শেষ করে মহিলাগণের নিকট এসে তাদের নসীহত করবেন ? তিনি বললেন, নিশ্চয় তা তাদের জন্য অবশ্যই যরুরী। তাদের কি হয়েছে যে, তাঁরা তা করবে না ?

banglainternet.com

٦٩. بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيْدِ

৬০৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের পর খুত্‌বা।

٩١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

৯১১ আবূ আসিম (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বক্‌র, উমর এবং উসমান (রা.)-এর সঙ্গে সালাতে হাযির ছিলাম। তাঁরা সবাই খুত্‌বার আগে সালাত আদায় করতেন।

٩١٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

৯১২ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবূ বক্‌র এবং উমর (রা.) উভয় ঈদের সালাত খুত্‌বার পূর্বে আদায় করতেন।

٩١٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ، ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ تُلْقِى الْمَرْاَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا .

৯১৩ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্‌রে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। তারপর বিলাল (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মহিলাগণের কাছে এলেন এবং সাদাকা প্রদানের জন্য তাদের নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁরা দিতে লাগলেন। কেউ দিলেন আংটি, আবার কেউ দিলেন গলার হার।

٩١٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَاُ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوْفِىَ اَوْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

banglainternet.com

৯১৪ আদম (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আজকের এ দিনে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সালাত আদায় করা। এরপর আমরা (বাড়ী) ফিরে আসব এবং কুরবানী করব। কাজেই যে ব্যক্তি তা করল, সে আমাদের নিয়ম পালন করল। যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করল, তা শুধু গোশ্‌ত বলেই গন্য হবে, যা সে পরিবারবর্গের জন্য আগেই করে ফেলেছে। এতে কুরবানীর কিছুই নেই। তখন আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা.) নামক এক আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো (আগেই) যবেহ্ করে ফেলেছি। এখন আমার নিকট এমন একটি মেষ শাবক আছে যা এক বছর বয়সের মেষের চাইতে উৎকৃষ্ট। তিনি বললেন, সেটির স্থলে এটাকে যবেহ্ করে ফেল। তবে তোমার পর অন্য কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

٦١٠. بَابُ مَايُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيْدِ وَالْحَرَمِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوْا اَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيْدٍ اِلَّا اَنْ يَخَافُوْا عَدُوًّا

৬১০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের জামা'আতে এবং হারাম শরীফে অস্ত্রবহণ নিষিদ্ধ। হাসান বাসরী (র.) বলেছেন, শত্রুর ভয় ব্যতীত ঈদের দিনে অস্ত্র বহণ করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

٩١٥ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى اَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِيْنَ اَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي اَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذٰلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ اَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَنْتَ اَصَبْتَنِيْ قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِيْ يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيْهِ وَاَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِي الْحَرَمِ .

৯১৫ যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবূ সুকাইন (র.).....সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-এর সংগে ছিলাম যখন বর্শার অগ্রভাগ তাঁর পায়ের তলদেশে বিদ্ধ হয়েছিল। ফলে তাঁর পা রেকাবের সাথে আটকে গিয়েছিল। আমি তখন নেমে সেটি টেনে বের করে ফেললাম। এ ঘটে ছিল মিনায়। এ সংবাদ হাজ্জাজের নিকট পৌছলে তিনি তাঁকে দেখতে আসেন। হাজ্জাজ বললো, যদি আমি জানতে পারতাম কে আপনাকে আঘাত করেছে, (তাকে আমি শাস্তি দিতাম)। তখন ইব্ন উমর (রা.) বললেন, তুমিই আমাকে আঘাত করেছ। সে বলল, তা কি ভাবে ? ইব্ন উমর (রা.) বললেন, তুমিই সেদিন (ঈদের দিন) অস্ত্র ধারণ করেছ, যে দিন অস্ত্র ধারণ করা হত না। তুমিই অস্ত্রকে হারাম শরীফে প্রবেশ করিয়েছ, অথচ হারাম শরীফে কখনো অস্ত্র প্রবেশ করা হয় না।

banglainternet.com

٩١٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَاَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ اَصَابَكَ قَالَ اَصَابَنِيْ مَنْ اَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِيْ يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ .

৯১৬ আহ্মদ ইব্ন ইয়াকূব (র.)..সায়ীদ ইব্ন আস (রা.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা.)-এর নিকট হাজ্জাজ এলো। আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো, তিনি কেমন আছেন ? ইব্ন উমর (রা.) বললেন, ভাল। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো, আপনাকে কে আঘাত করেছে ? তিনি বললেন, আমাকে সে ব্যক্তি আঘাত করেছে,যে সে দিন অস্ত্র ধারণের আদেশ দিয়েছে,যে দিন তা ধারণ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ হাজ্জাজ।

٦١١. بَابُ التَّبْكِيْرِ اِلَى الْعِيْدِ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ اِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ

৬১১. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের জন্য সকাল সকাল রওয়ানা হওয়া। আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র (রা.) বলেছেন, আমরা চাশ্তের সালাতের সময় ঈদের সালাত সমাপ্ত করতাম।

٩١٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ اَنْ يُصَلِّيَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ فَقَامَ خَالِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اُصَلِّيَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اِجْعَلْهَا مَكَانَهَا اَوْ قَالَ اِذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯১৭ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল সালাত আদায় করা। তারপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের নিয়ম পালন করল। যে ব্যক্তি সালাতের আগেই যবেহ্ করবে, তা শুধু গোশ্তের জন্যই হবে, যা সে পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে। কুরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তখন আমার মামা আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সালাতের আগেই যবেহ্ করে ফেলেছি। তবে এখন আমার নিকট এমন একটি মেষশাবক আছে যা 'মুসিন্না'[১] মেষের চাইতেও উত্তম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তার স্থলে এটিই (কুরবানী) করে নাও। অথবা তিনি বললেন ঃ এটিই যবেহ্ কর। তবে তুমি ব্যতীত আর কারো জন্যই মেষশাবক যথেষ্ট হবে না।

১. মুসিন্না অর্থ যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে।

banglainternet.com

٦١٢. بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ

৬১২. অনুচ্ছেদ ঃ তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের ফযীলত। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ দ্বারা (যিলহাজ্জ মাসের) দশ দিন বুঝায় এবং وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ দ্বারা 'আইয়ামুত তাশরীক' বুঝায়। ইব্ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) এই দশ দিন তাক্‌বীর বলতে বলতে বাজারের দিকে যেতেন এবং তাদের তাক্‌বীরের সঙ্গে অন্যরাও তাক্‌বীর বলত। মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র.) নফল[১] সালাতের পরেও তাক্‌বীর বলতেন।

٩١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هٰذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

৯১৮ মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল, অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয় ? নবী করীম ﷺ বললেন ঃ জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদ করে এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।

٦١٣. بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

৬১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মিনা-এর দিনগুলোতে এবং সকালে আরাফায় যাওয়ার সময় তাক্‌বীর বলা। উমর (রা.) মিনায় নিজের তাবূতে তাকবীর বলতেন। মসজিদের লোকেরা তা শুনে

banglainternet.com

১. এ তাঁর নিজস্ব মত। অন্যান্য ইমামগণের মতে শুধু ফরয সালাতের পরেই তাক্‌বীর বলতে হয়।

তারাও তাক্‌বীর বলতেন এবং বাজারের লোকেরাও তাক্‌বীর বলতেন। ফলে সমস্ত মিনা তাক্‌বীরের আওয়াযে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। ইব্‌ন উমর (রা.) সে দিনগুলোতে মিনায় তাক্‌বীর বলতেন এবং সালাতের পরে, বিছানায়, খীমায়, মজলিসে এবং চলার সময় এ দিনগুলোতে তাক্‌বীর বলতেন। মাইমূনা (রা.) কুরবানীর দিন তাক্‌বীর বলতেন এবং মহিলারা আবান ইব্‌ন উসমান ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.)-এর পিছনে তাশরীকের রাতগুলোতে মুসজিদে পুরুষদের সংগে সংগে তাক্‌বীর বলতেন।

٩١٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

৯১৯ আবূ নু'আইম (র.).....মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র সাকাফী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সকাল বেলা মিনা থেকে যখন আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর নিকট তালবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে কিরূপ করতেন ? তিনি বললেন, তাল্‌বিয়া পাঠকারী তালবিয়া পড়ত, তাকে নিষেধ করা হতো না। তাক্‌বীর পাঠকারী তাক্‌বীর পাঠ করত, তাকেও নিষেধ করা হতো না।

٩٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ .

৯২০ মুহাম্মদ (র.).....উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হত। এমন কি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাক্‌বীরের সাথে তাক্‌বীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত- তারা আশা করত সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা।

٦١٤. بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

৬১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন বর্শা সামনে পুতে সালাত আদায়।

٩٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّيْ .

banglainternet.com

৯২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, ঈদুল ফিত্‌র ও কুরবানীর দিন নবী করীম ﷺ -এর সামনে বর্শা পুতে দেওয়া হত। তারপর তিনি সালাত আদায় করতেন।

٦١٥. بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

৬১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমামের সামনে বল্লম অথবা বর্শা বহণ করা।

٩٢٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .

৯২২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সকাল বেলায় ঈদগাহে যেতেন, তখন তাঁর সামনে বর্শা বহণ করা হতো এবং তাঁর সামনে ঈদগাহে তা স্থাপন করা হতো এবং একে সামনে রেখে তিনি সালাত আদায় করতেন।

٦١٦. بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

৬১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের এবং ঋতুমতীদের ঈদগাহে গমন।

٩٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى .

৯২৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র.)........উম্মে আতীয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে) যুবতী ও পর্দানশীন মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আদেশ করা হত। আইয়্যুব (র.) থেকে হাফ্‌সা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং হাফ্‌সা (রা.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাগণ আলাদা থাকতেন।

٦١٧. بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

৬১৭. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের ঈদগাহে গমন।

٩٢٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ .

banglainternet.com

৯২৪ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে ঈদুল ফিত্‌র বা আযহার দিন বের হলাম। তিনি সালাত আদায় করলেন। এরপর খুত্‌বা

দিলেন। তারপর মহিলাগণের কাছে গিয়ে তাঁদের উপদেশ দিলেন, তাঁদের নসীহত করলেন এবং তাঁদেরকে সাদাকা দানের নির্দেশ দিলেন।

٦١٨. بَابُ اِسْتِقْبَالِ الْاِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيْدِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُقَابِلَ النَّاسِ

৬১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের খুত্‌বা দেওয়ার সময় মুসল্লীগণের দিকে ইমামের মুখ করে দাঁড়ানো।

আবূ সায়ীদ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন।

٩٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ اَضْحٰى اِلَى الْبَقِيْعِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نَبْدَاَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ ذَبَحْتُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اَذْبَحْهَا وَلَا تَفِيْ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯২৫ আবূ নু'আইম (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ ঈদুল আযহার দিন বাকী' (নামক কবরস্থানে) গমন করেন। তারপর তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন এরপর আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং তিনি বলেন, আজকের দিনের প্রথম ইবাদাত হল সালাত আদায় করা। এরপর (বাড়ী) ফিরে গিয়ে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে। আর যে এর পূর্বেই যবেহ্ করবে তা হলে তার যবেহ্ হবে এমন একটি কাজ, যা সে নিজের পরবারবর্গের জন্যই তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে, এর সাথে কুরবানীর কোন সম্পর্ক নেই। তখন এক ব্যক্তি (আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (তো সালাতের পূর্বেই) যবেহ্ করে ফেলেছি। এখন আমার নিকট এমন একটি মেষশাবক আছে যা পূর্ণবয়স্ক মেষের চাইতে উত্তম। (এটা কুরবানী করা যাবে কি ?) তিনি বললেন, এটাই যবেহ্ কর। তবে তোমার পর আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

٦١٩. بَابُ الْعَلَمِ بِالْمُصَلّٰى

৬১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে চিহ্ন রাখা।

٩٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ اَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِيْ مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتّٰى اَتَى الْعَلَمَ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ

banglainternet.com

وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ بِأَيْدِيْهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِيْ ثَوْبِ بِلاَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلاَلٌ اِلَى بَيْتِهِ .

৯২৬ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি নবী করীম ﷺ -এর সংগে কখনো ঈদে উপস্থিত হয়েছেন ? তিনি বললেন হাঁ। যদি তাঁর কাছে আমার মর্যাদা না থাকত তা হলে কম বয়সী হওয়ার কারণে আমি ঈদে উপস্থিত হতে পারতাম না। তিনি বের হয়ে কাসীর ইব্ন সালতের গৃহের কাছে স্থাপিত নিশানার কাছে এলেন এবং সালাত আদায় করলেন। এরপর খুত্‌বা দিলেন। তারপর তিনি মহিলাগণের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর সংগে বিলাল (রা.) ছিলেন। তিনি মহিলাগণের উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং দান সাদাকা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি তখন মহিলাগণের নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে বিলাল (রা.)-এর কাপড়ে দান সামগ্রী ফেলতে দেখলাম। এরপর তিনি এবং বিলাল (রা.) নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেলেন।

٦٢٠. بَابُ مَوْعِظَةِ الْاِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيْدِ

৬২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন মহিলাগণের প্রতি ইমামের উপদেশ দেওয়া।

٩٢٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِيْ فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ حِيْنَئِذٍ تُلْقِيْ فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ قُلْتُ اَتُرٰى حَقًّا عَلَى الْاِمَامِ ذٰلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ اِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يُصَلُّوْنَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ حِيْنَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ اَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتّٰى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الْاٰيَةَ ، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا اَنْتُنَّ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَتِ امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لاَيَدْرِيْ حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ اَبِيْ وَاُمِّيْ فَيُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِيْ ثَوْبِ بِلاَلٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتَخُ الْخَوَاتِيْمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

banglainternet.com

৯২৭ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন নাসর (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ঈদুল ফিত্‌রের দিন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন, পরে খুত্‌বা দিলেন। খুত্‌বা শেষে নেমে

মহিলাগণের নিকট আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল (রা.)-এর হাতের উপর ভর দিয়ে ছিলেন এবং বিলাল (রা.) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে ধরলেন। মহিলাগণ এতে দান সামগ্রী ফেলতে লাগলেন (আমি ইব্ন জুরাইজ) আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি ঈদুল ফিত্‌রের সাদাকা ? তিনি বললেন না, বরং এ সাধারণ সাদাকা যা তাঁরা ঐ সময় দিচ্ছিলেন। কোন মহিলা তাঁর আংটি দান করলে অন্যান্য মহিলাগণও তাঁদের আংটি দান করতে লাগলেন। আমি আতা (র.)-কে (আবার), জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাগণকে উপদেশ দেওয়া কি ইমামের জন্য জরুরী ? তিনি বললেন, অবশ্যই, তাদের উপর তা জরুরী। তাঁদের (ইমামগণ) কি হয়েছে যে, তাঁরা এরূপ করবেন না ? ইব্ন জুরাইজ (র) বলেছেন, হাসান ইব্ন মুসলিম (র.) তাউস (র) এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করছেন। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আবূ বক্‌র, উমর ও উসমান (রা.)-এর সংগে ঈদুল ফিত্‌রে আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা খুত্‌বার আগে সালাত আদায় করতেন, পরে খুত্‌বা দিতেন। নবী ﷺ বের হলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তিনি হাতের ইশারায় (লোকদের) বসিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তাদের কাতার ফাঁক করে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের কাছে এলেন। বিলাল (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখন নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ -الاية "হে নবী! যখন ঈমানদার মহিলাগণ আপনার নিকট এ শর্তে বায়'আত করতে আসেন.....(সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২)। এ আয়াত শেষ করে নবী ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ বায়'আতের উপর আছ ? তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা বলল, হাঁ, সে ছাড়া আর কেউ এর জবাব দিল না। হাসান (র.) জানেন না, সে মহিলা কে ? এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা সাদাকা কর। সে সময় বিলাল (রা.) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য কুরবান হোক, আসুন, আপনারা দান করুন। তখন মহিলাগণ তাঁদের ছাট-বড় আংটি গুলো বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। আবদুর রায্‌যাক (র.) বলেন, 'القُلْبُ' হলো বড় আংটি যা জাহেলী যুগে ব্যবহৃত হত।

٦٢١. بَابُ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيْدِ

৬২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য মহিলাগণের ওড়না না থাকলে।

٩٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيْنَا اَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَجَاءَتِ امْرَاَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِيْ خَلَفٍ فَاَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ اَنَّ زَوْجَ اُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ اُخْتُهَا مَعَهُ فِيْ سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى نُدَاوِي الْكَلْمٰى فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى اِحْدَانَا بَاْسٌ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ اَنْ لَا تَخْرُجَ . فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَ دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ . قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ اَتَيْتُهَا فَسَاَلْتُهَا اَسَمِعْتِ فِيْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِاَبِيْ وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ اِلَّا قَالَتْ بِاَبِيْ قَالَ لِيَخْرُجِ

banglainternet.com

الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ شَكَّ اَيُّوْبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ اَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا .

৯২৮ আবূ মা'মার (র.).....হাফসা বিন্‌ত সীরীন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ঈদের দিন আমাদের যুবতীদের বের হতে নিষেধ করতাম। একবার জনৈক মহিলা এলেন এবং বনূ খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, তাঁর ভগ্নিপতি নবী ﷺ-এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, এর মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে স্বয়ং তাঁর বোনও স্বামীর সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন, (মহিলা বলেন) আমার বোন বলেছেন, আমরা রুগ্নদের সেবা করতাম, আহতদের শুশ্রূষা করতাম। একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমাদের কারো ওড়না না থাকে, তখন কি সে বের হবে না ? নবী ﷺ বললেন ঃ এ অবস্থায় তার বান্ধবী যেন তাকে নিজ ওড়না পরিধান করতে দেয় এবং এভাবে মহিলাগণ যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফ্‌সা (রা.) বলেন, যখন উম্মে আতিয়া (রা.) এলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি এসব ব্যাপারে কিছু শুনছেন ? তিনি বললেন হাঁ, হাফসা (র.) বলেন, আমার পিতা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য উৎসর্গিত হোক এবং তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করতেন, তখনই এ কথা বলতেন। তাঁবুতে অবস্থান-কারিনী যুবতীগণ এবং ঋতুমতী মহিলাগণ যেন বের হন। তবে ঋতুমতী মহিলাগণ যেন সালাতের স্থান থেকে সরে থাকেন। তারা সকলেই যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফ্‌সা (র.) বলেন, আমি তাকে বললাম, ঋতুমতী মহিলাগণও ? তিনি বললেন, হাঁ ঋতুমতী মহিলা কি আরাফাত এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না ?

٦٢٢. بَابُ اِعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

৬২২. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাগণের পৃথক অবস্থান।

٩٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ اُمِرْنَا اَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَاتِ الْخُدُوْرِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ اَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ ، فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ .

৯২৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র.).....উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঈদের দিন) আমাদেরকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই আমরা ঋতুমতী, যুবতী এবং তাঁবুতে অবস্থানকারীনী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। ইব্‌ন আওন (র.)-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, অথবা তাঁবুতে অবস্থানকারীনী যুবতী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। অতঃপর ঋতুমতী মহিলাগণ মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের দু'আয় অংশ গ্রহণ করতেন। তবে ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করতেন।

banglainternet.com

٦٢٣. بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

৬২৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন ঈদগাহে নাহর ও যবেহ্।

٩٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى .

৯৩০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ঈদগাহে নাহর করতেন কিংবা যবেহ্ করতেন।

٦٢٤. بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

৬২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের খুত্বার সময় ইমাম ও লোকদের কথ বলা এবং খুত্বার সময় ইমামের নিকট কোন প্রশ্ন করা হলে।

٩٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي، قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯৩১ মুসাদ্দাদ (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে খুত্বা দিলেন। খুত্বায় তিনি বললেন, যে আমাদের মত সালাত আদায় করবে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করবে, তার কুরবানী যথার্থ বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে তার সে কুরবানী গোশ্ত খাওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। তখন আবূ বুরদাহ্ ইব্ন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! আমি তো সালাতে বের হবার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি ভেবেছি যে, আজকের দিনটি তো পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি। আমি নিজে খেয়েছি এবং আমরা পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীদেরকেও আহার করায়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ওটা গোশ্ত খাওয়ার বক্রী ছাড়া আর কিছু হয়নি। আবূ বুরদা (রা.) বলেন, তবে আমার নিকট এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দু'টো

banglainternet.com

(গোশ্‌ত খাওয়ার) বক্‌রীর চেয়ে ভাল। এটা কি আমার পক্ষে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার পরে অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

٩٣٢ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَاَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ اَنْ يُعِيْدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِيْرَانٌ لِيْ اَمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَاَمَّا قَالَ فَقْرٌ وَاِنِّيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلٰوةِ وَعِنْدِيْ عَنَاقٌ لِيْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْهَا .

৯৩২ হামিদ ইব্‌ন উমর (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, তারপর খুত্‌বা দিলেন। এরপর নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। তখন আনসারগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রতিবেশীরা ছিল উপবাসী অথবা বলেছেন দরিদ্র ; তাই আমি সালাতের পূর্বেই যবেহ্ করে ফেলেছি। তবে আমার নিকট এমন মেষশাবক আছে যা দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বকরীর চাইতেও আমার নিকট অধিক পসন্দ সই। নবী করীম ﷺ তাঁকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি প্রদান করেন।

٩٣٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ اُخْرٰى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ .

৯৩৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....জুন্দাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, এরপর খুত্‌বা দেন। তারপর যবেহ্ করেন এবং তিনি বলেন ঃ সালাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ্ করবে তাকে তার স্থলে আর একটি যবেহ্ করতে হবে এবং যে যবেহ্ করেনি, আল্লাহ্‌র নামে তার যবেহ্ করা উচিৎ।

٦٢٥. بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيْقَ اِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيْدِ

৬২৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ফিরার সময় যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসে।

٩٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَبُوْ تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ تَابَعَهُ يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَحَدِيْثُ جَابِرٍ اَصَحُّ .

banglainternet.com

৯৩৪ মুহাম্মদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার সময়) ভিন্ন পথে আসতেন। ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস

বর্ণনায় আবূ তুমাইলা ইয়াহ্ইয়া (র.) এর অনুসরণ করেছেন। তবে জাবির (রা.) থেকে হাদীসটি অধিকতর সহীহ্।

٦٢٧. بَابُ اِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَذَالِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوْتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هٰذَا عِيْدُنَا اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَاَمَرَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَهُمْ اِبْنَ اَبِيْ عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ اَهْلَهُ وَبَنِيْهِ وَصَلّٰى كَصَلاَةِ اَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ اَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُوْنَ فِي الْعِيْدِ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ اِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

৬২৬. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ঈদের সালাত না পেলে সে দু' রা'কাআত সালাত আদায় করবে। মহিলা এবং যারা বাড়ী ও পল্লীতে অবস্থান করে তারাও এরূপ করবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ হে মুসলিমগণ! এ হলো আমাদের ঈদ। আর আনাস ইব্ন মালিক (রা.) যাবিয়া নামক স্থানে তাঁর আযাদকৃত গোলাম ইব্ন আবূ উত্বাকে এ আদেশ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর পরিবারবর্গ ও সন্তান সন্ততিদের নিয়ে শহরের অধিবাসীদের ন্যায় তাক্বীরসহ সালাত আদায় করেন এবং ইকরিমা (র.) বলেছেন, গ্রামের অধিবাসীরা ঈদের দিন সমবেত হয়ে ইমামের ন্যায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করবে। আতা (র.) বলেন, যখন কারো ঈদের সালাত ছুটে যায় তখন সে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করবে।

٩٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي اَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّمَا اَيَّامُ عِيْدٍ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ اَيَّامُ مِنًى . وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِيْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ اَمْنًا بَنِي اَرْفِدَةَ يَعْنِيْ مِنَ الْاَمْنِ .

৯৩৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আবূ বক্র (রা.) তাঁর নিকট এলেন। এ সময় মিনার দিবসগুলোর এক দিবসে তাঁর নিকট দু'টি মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল, নবী করীম ﷺ তাঁর চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন। তখন আবূ বক্র (রা.) মেয়ে দু'টিকে ধমক দিলেন। তারপর নবী করীম ﷺ মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবূ বক্র! ওদের বাঁধা দিও না। কেননা, এসব ঈদের দিন। আর সে দিনগুলো ছিল মিনার দিন। আয়িশা (রা.) আরো বলেছেন, হাবশীরা

banglainternet.com

যখন মসজিদে (এর প্রাঙ্গণে) খেলাধূলা করছিল, তখন আমি তাদের দেখছিলাম এবং আমি দেখেছি, নবী করীম ﷺ আমাকে আড়াল করে রেখেছেন। উমর (রা.) হাবশীদের ধমক দিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, ওদের ধমক দিও না। হে বণূ আরফিদা! তোমরা যা করছিলে তা নিশ্চিন্তে কর।

٦٢٧. بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَبَعْدَهَا ، وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى سَمِعْتُ سَعِيْدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِيْدِ

৬২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে সালাত আদায় করা। আবূ মু'আল্লা (র.) বলেন, আমি সায়ীদ (রা.)-কে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ঈদের পূর্বে সালাত আদায় করা মাকরূহ্ মনে করতেন।

٩٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ .

৯৩৬ আবুল ওয়ালীদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বিলাল (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে ঈদুল ফিত্‌রের দিন বের হয়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। তিনি এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি।

banglainternet.com

Subhanallahi owabihamdihi , Subhanallahi owabihamdihi